অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। তুই ফুটবি সখী কবে? ।।

সারা বিশ্ব এখন ফুটবল জ্বরে কাঁপছে। এ সময়ে অন্য কোন বিষয়ে কারোরই তেমন আগ্রহ নেই। নিজের দেশ বিশ্বকাপে ফুটবল খেলুক না খেলুক মাতোয়ারা হয়ে আছে এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এই বিশ্বকাপ নিয়ে কাহিনীর অন্ত নেই বাংলাদেশে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখছি এ খেলার কারণে মানুষ প্রাণ দিচ্ছে। এবারও তো তিন কিশোর মারা গেলো বিজলী পোলে ব্রাজিল আর আর্জেনটিনার পতাকা উড়াতে গিয়ে। কাগজে পড়লাম খেলা দেখা নিয়ে নাটোরে স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া তারপর রাগান্বিত স্ত্রী হাইসা (ফসল কাটার কাস্তে ধরনের) দিয়ে এক কোপে স্বামীকে হত্যা করলো। আমার এক বন্ধুর গল্পের কথা মনে হলো। টিভিতে এমনি এক খেলা দেখছেন এক বাবা। খেলার চরম উত্তেজনাকর মূহুর্তে ছোট ছেলে এসে চিৎকার করে বলছে – আব্বা আব্বা (চরম উত্তেজনাকর মূহুর্তে টিভি থেকে চোখ না ফিরিয়েই পিতা বলছে)– এই যা সর ভাগ এহান থেইকা গোল মনে হয় এইবার দিয়াই দিবো। ছেলে আবার চিৎকার করে বলছে বড় ভাইরে সাপে কামুড় দেছে। এইবার পিতা রাগ হয়ে বলছে - এই যা ভাগ। কোন বাড়ীর সাপ এ্যাঁ - দড়ি দিয়া বাইন্দা রাখ। খেলার পরে বিচার করবো।

বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। তাইতো বলে সব সম্ভবের দেশ। পত্রিকায় দেখেছেন না কুষ্টিয়ার কৃষক জমি বিক্রি করে এক কিলোমিটার দীর্ঘ জার্মানীর এক পতাকা বানিয়েছে দশ দর্জি নিয়োগ করে। এবং তার ভাষ্য যদি জার্মানী কাপ পায় তবে সে বাকী জমি বিক্রি করে বিশাল ভোজের আয়োজন করবে। জার্মানীর তৈরী এক ওষুধ খেয়ে নাকি তাঁর রোগ নিরাময় হয়েছিল তাতেই এই প্রেম। না সে কৃষকের প্রত্যাশা একবারেই অমূলক নয়। এই জার্মানীই, পশ্চিম জার্মানী হিসেবে ১৯৫৪, ১৯৭৪ এবং ১৯৯০ সালে বিশ্বকাপ জয় করেছে আর রানার্স আপ হয়েছে ১৯৬৬, ১৯৮২, ১৯৮৬ তে। জার্মানী হিসেবে রানার্স আপ হয়েছিলো ২০০২ এ। এবারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। অবশ্য এ লেখা বেরুতে বেরুতে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে।

অতীতে এমন অনেক কিছু ঘটেছে। যেমন কাপ পাওয়া নিয়ে তেমনি এই বিশ্বকাপের শুরুটা নিয়ে। নথিপত্রে দেখা যায় ১৮৭২ সালে বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয় গ্লাসগো শহরে ইংল্যান্ড আর স্কটল্যান্ডের মধ্যে যা মীমাংসিত হয় ০-০ গোলে। বিংশ শতাব্দীতে ফুটবল যখন বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে তখন বিশ্ব ফুটবলপ্রেমীদের মাথায় এলো আন্তর্জাতিক ফুটবলের ব্যাপ্তি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে ফুটবলকে জাড়ানো হলো সামার অলিম্পিকে। যতখানি গতি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিলো তা না হবার কারণে এবং অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের ফুটবলের প্রতি অসম আচরণ ফুটবলপ্রেমী এবং সংগঠকদের আরো উৎসাহিত করলো। অলিম্পিককে এড়িয়ে তাঁরা ১৯০৪ সালে গঠন করলেন ফরাসী ভাষায় যার নাম হলো Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ইংরেজীতে International Federation of Association Football | অলিম্পিকের বাইরে তারা অপেশাদারী আন্তর্জাতিক ফুটবলের আয়োজন করার চেষ্টা করতে থাকলেন। এ নিয়ে অলিম্পিক কর্তৃপক্ষের সাথে নানান টানাপোড়ন এবং অন্যান্য দেশের সাথে মত পার্থক্যের কারণে বেশী অগ্রসর হতে পারেনি ফিফা। অবশেষে কালো মেঘ সরলো আর প্রথমবারের মত বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হল উরুগুয়ে-তে ১৯৩০ সালে। ঠিক হলো প্রতি চার বছর পর পর বিভিন্ন দেশে এ বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। তিন বছর ধরে আঞ্চলিক ভাবে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জিতে আসা দেশ গুলোর মধ্য থেকে চতুর্থবর্ষে বিশ্বকাপ মাঠে খেলবে মোট ৩২টি দেশ। এ নিয়মেই প্রাথমিকভাবে শুরু হলো বিশ্বকাপ। সেই ১৯৩০ থেকে শুরু করে এবারে ব্রাজিলে ২০তম বিশ্বকাপ ফুটবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালের খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি। ২০১৮-র খেলা হবে রাশিয়াতে এবং ২০২২ সালের খেলাা হবে কাতারে যদিও কাতারের এই অর্জন নিয়ে নেপথ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এবারেরটা বাদ দিলে গত ১৯বার বিশ্বকাপে ব্রাজিল জয়ী হয়েছে পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২), ইতালি ৪ বার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬), জার্মানী ৩বার (১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০), উরুগুয়ে ২ বার (১৯৩০, ১৯৫০),

আর্জেন্টিনা ২ বার (১৯৭৮, ১৯৮৬), ইংল্যান্ড ১ বার (১৯৬৬), ফ্রান্স ১ বার (১৯৯৮) এবং স্পেন ১ বার (২০১০)। ২০১৪-র শিকা ছিঁড়বে কার ভাগ্যে বলা মুশকিল।

তবে এ তথ্য থেকে জানা যায় এ যাবত এশিয়া বা আফ্রিকাতে কেউ কাপ পায়নি। এমনকি চতুর্থ স্থানেও যেতে পারেনি। কিন্তু এশিয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশের মত বিশ্বকাপ নিয়ে এতো মাতামাতি এমন কি অকাতরে এমন হারে জীবন দিয়ে দেয়া আর কোথাও পাওয়া যাবে কিনা আমার জানা নেই। দিন দিন এই উল্লাসের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। অনেক সময় নিজেই বোঝে না কি ভাবে এ উল্লাস প্রকাশ করবে। সেদিন একজন বলছিলো তেমনি এক গল্প। ঢাকার স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের টিকিটের জন্য সব লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ছুটে এসে এক টিকিট ক্রেতাকে জিজ্ঞেস করছে ভাই আপনি কোন দলের (পক্ষে)। তিনি বললেন আর্জেনটিনা। টিকেট কিনছে ক্রিকেটের দলের নাম বলছে আর্জেনটিনা। তো এমনই হলো অবস্থা।

এবারে বিশ্বকাপে তেমনি গোলের ছড়াছড়ি। গতবারে ড্র দেখতে দেখতে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এবারে গোল না হলে বা ড্র হলে পেনাল্টি কিকেই সিদ্ধান্ত যেমনটি হলো ব্রাজিল-চিলির বা কোস্টারিকা বনাম গ্রীসের খেলায়। এমনি আরো দু একটি খেলায় পেনাল্টি কিকেই জয় পরাজয়। এতো গোলের ছড়াছড়ির মধ্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ কি কোন গোল দিতে পারলেন ঢাকায় এসে? ঢাকা কি পারলো সুষমার কূটনীতির গোল পোষ্টে কোন গোল দিতে? সে দিকটাও দেখা প্রয়োজন। যদি কেবল ০-০ গোল হয় তবে তো পেনাল্টি কিকেই আমাদের দু'দেশের সম্পর্কের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর সে কিকটা কি আবার মমতা ব্যানার্জির হাতে ছেড়ে দেয়া হবে কিনা কে জানে? একটি বড় শক্তির কাছে ছোট শক্তির সহ-অবস্থান নানা ভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। তবু ডিফেন্স শক্ত রেখে যতখানি ফরোয়ার্ডে খেলা যায়। ফুটবল পাগলদের সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। খেয়াল রাখা দরকার কোন রেফারীর বাঁশীতে ট্রাইবুনালকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামীর রায় আটকে দেয়া হলো। খেয়াল রাখা দরকার জামায়াত কূটকৌশলের বল নিয়ে উপরে নিচে সমানে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে কখন গোলটা তারা করতে পারবে। আমাদের ডিফেন্স দূর্বল রেখে সেন্টার ফরোয়ার্ডে জামায়াতকে প্রতিহত করতে গিয়ে মনে হচ্ছে নিজের গোল পোষ্টে নিজেরাই যেন গোল করে ফেলছি। তাইতো পত্রপত্রিকায় দেখি জামায়াতের লোকজন দলে দলে আজকাল আওয়ামী লীগে যোগদান করছে। জানিনা আওয়ামী লীগ এটাকে জামায়াত বশীকরণ পন্থা হিসেবে বিবেচনা করছে কিনা! বাংলাদেশের রাজনীতির এই ফুটবল নিয়ে বড় টেনশনে আছি। রমজানে নাকি রাজনীতির ফুটবলটা ইফতারের গ্রাউন্ডে খুব ভাল জমে। এ সময়ে সবার চেষ্টা সেমি ফাইনালে উঠার।

প্রতিবার বিশ্বকাপের সময়ে মাস জুড়ে সারা দেশে এই যে বিদেশী পতাকার পত্‌পত্‌ উড্ডয়ন এটা মনে বড়ই পীড়া দেয়। মনে হয় আমার পতাকা এবং সার্বভৌমত্বে যেন আঘাত। আমার দেশে যত্রতত্র বিদেশী পতাকা উড়ছে সেখানে আমার কোন পতাকা নেই। যদি এমনিভাবে অন্য দেশের খেলোয়াড়দের সমর্থনে বিদেশী পতাকা উড়াতেই হয় তবে তার সাথে বাংলাদেশের পতাকাও থাকতে হবে। এমনই একটা আইন হওয়া দরকার। এবং সে পতাকা থাকতে হবে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে। মনে রাখতে হবে একটি রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে, লাখ শহীদের প্রাণ উৎসর্গ আর হাজারো নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমার ঐ পতাকা। সবার আগে ওর স্থান। বিশ্বকাপের সময়ে দেশে গেলে মনে হবে না এটা বাংলাদেশ। গোটা দেশ বিদেশী পতাকায় সয়লাব। আমাদের কোন জাতীয় দিবসেও নিজেদের পতাকার এতো সমাহার দেখি না দেশ জুড়ে। এ বাড়াবাড়ি নিয়ে সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনেও Joseph Allchin এর একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে যার শিরোনাম You'll Never Guess Where Some of the Most Fanatical Fans of the Argentina and Brazil Soccer Teams Can be Found। প্রতিবেদনের শুরুতেই বরিশালের এক পলিটেকনিকে ব্রাজিল এবং আর্জেনটিনা দলের সমর্থকদের মধ্যে তুমুল মারামারির ঘটনা বিস্তৃত হয়েছে। যাহোক আমাদের মনে হয় একটু ভেবে দেখার সময় এসেছে। রাজনৈতিক হতাশার বিকল্প বিশ্বকাপ উন্মাদনা হতে পারে না। কথাটা এ জন্যই বললাম কেননা কেউ কেউ হয়তো বলবেন দেশে রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে তরুণরা হতাশাগ্রস্থ তাই খেলা নিয়ে মেতে আছে। কিন্ত এটাতো কেবল আর তরুণদের মধ্যে নেই গোটা সমাজে ছড়িয়ে যাচ্ছে। কৃষক জমি বিক্রি করছে, স্ত্রী স্বামীকে হাইসা দিয়ে খুন করছে। বিজলী পোলে কিশোররা প্রাণ হারাচ্ছে পতাকা তুলতে গিয়ে ... ... এমন দৃশ্য আর কত? বর্তমান বিশ্বকাপের হোষ্ট সেই ব্রাজিলেও আছে বেদনার কাহিনী এই বিশ্বকাপ নিয়ে। অন্তত পক্ষে আড়াই হাজার পরিবারকে ভিটেমাটিছাড়া করেছে খেলার জন্য একটি ভেন্যু তৈরী করতে গিয়ে। সেই সব হতভাগ্যদের আহাজারী কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয়নি। বরং একদিকে চলছে খেলা অপর দিকে রাস্তায় পুলিশের সাথে সংঘর্ষ ভূক্তভোগীদের যার কিছু নমুনা আমরা টিভিতেও দেখেছি।

জানি গোলাপের সুবাস নিতে গেলে কাঁটার ঘাও সইতে হয়। তথাপি বলবো এই উন্মাদনার একটা সীমারেখা টানা দরকার। কাঁটাহীন গোলাপের চেষ্টা করতে হবে সবার। সেই ফুটবলের গোলাপটাই আমার দল। বাংলাদেশের মানুষই আমার দল যারা হতে পারে কাঁটাহীন গোলাপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি - 'বল গোলাপ মোরে বল তুই ফুটবি সখী কবে"?